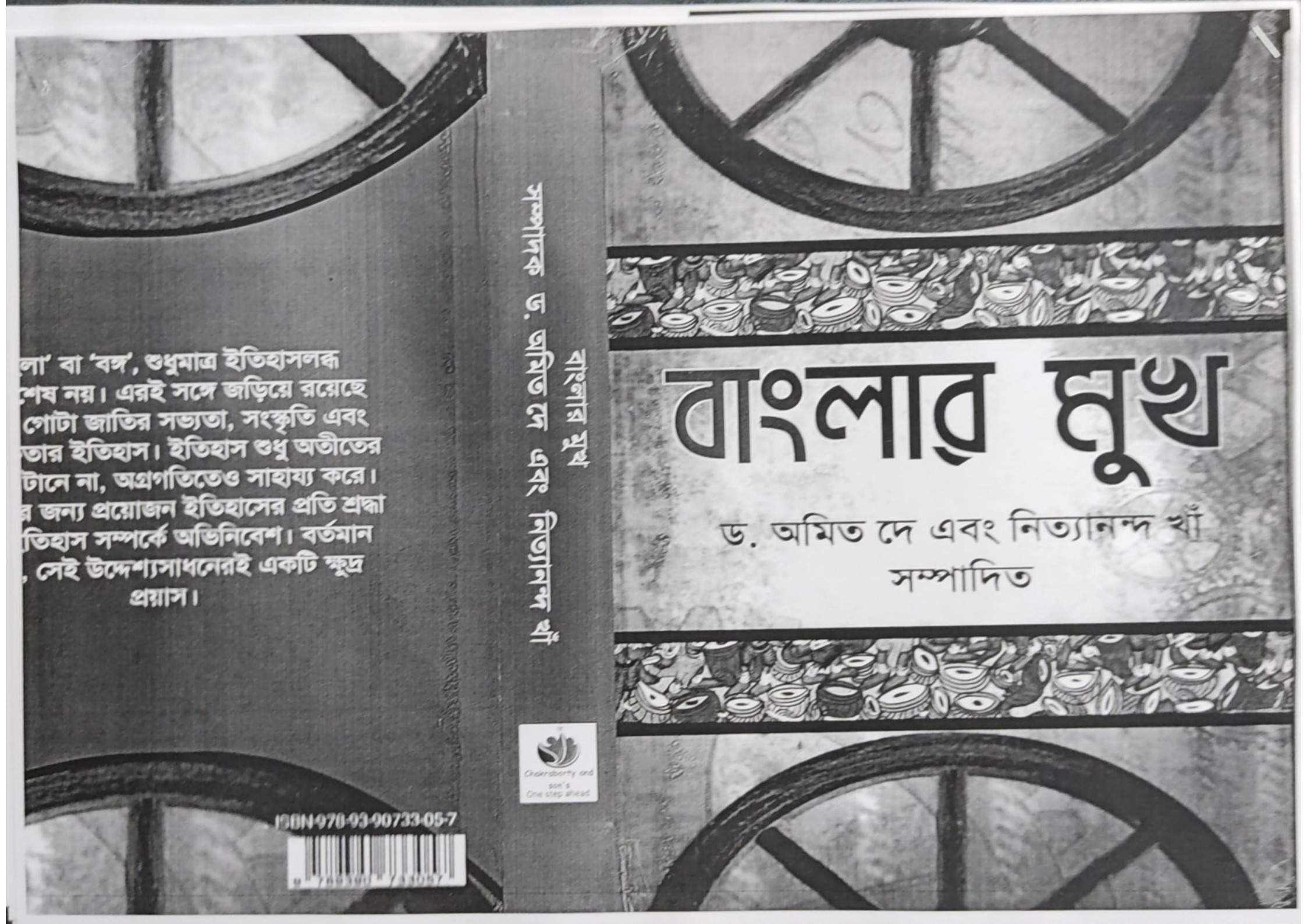

লা' বা 'বঙ্গ', শুধুমাত্র ইতিহাসলব্ধ
শেষ নয়। এরই সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে
গোটা জাতির সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং
তার ইতিহাস। ইতিহাস শুধু অতীতের
টানে না, অগ্রগতিতেও সাহায্য করে।
র জন্য প্রয়োজন ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধা
তিহাস সম্পর্কে অভিনিবেশ। বর্তমান
, সেই উদ্দেশ্যসাধনেরই একটি ক্ষুদ্র
প্রয়াস।

ISBN-978-93-90733-05-7

বাংলার মুখ

সম্পাদক ড. অমিত দে এবং নিত্যানন্দ খাঁ

Chakraborty and son's
One step ahead

বাংলার মুখ

ড. অমিত দে এবং নিত্যানন্দ খাঁ
সম্পাদিত

বাংলার মুখ

ড. অমিত দে
নিত্যানন্দ খাঁ

চক্রবর্তী অ্যান্ড সন্স পাব্লিকেশন
বারুইপুর পুরাতন থানা
[illegible]

BANGLAR MUKH

(Collected Essays on Culture, Language and History of Bengal)

Editor

Dr. Amit dey & Nityananda Khan

ISBN 978-93-90733-05-7

Publisher

CHAKRABORTY AND SON'S PUBLICATION

Baruipur Puratan Thana

9836032690

subhradeepchakraborty144@gmail.com

প্রথম প্রকাশ

নভেম্বর, ২০২০

প্রচ্ছদ – শুভ্রদীপ চক্রবর্তী

© সম্পাদকদ্বয়

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোন অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক্স, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা পেনড্রাইভ, ডিস্ক, কম্পিউটারের কোনো ডিভাইসে কপি করা বা সংরক্ষন বা পুনরুৎপাদন করা যাবে না বা হার্ড কপি বা বই বা কাব্যগ্রন্থ হিসেবে প্রকাশ করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

৪০০.০০

।। ভূমিকা ।।

সংস্কৃতি যে-কোনো জাতির বহুবিধ গুণের বিকাশে মার্জিত মানসিকতার পারিভাষিক নাম। বহুবিধ গুণ বলতে জাতির শিক্ষাদীক্ষা, ধর্মকর্ম, নৃত্য-সংগীত, শিল্প-সাহিত্য, ঐতিহ্য, উৎসবাদি যার মধ্যে দিয়ে জাতির হৃদয়কমলটির পাপড়ি মেলে বিকশিত হয়, সেই উপকরণগুলিই এখানে গুণ নামে অভিহিত। এই গুণের বিকাশের সাধনাই জাতির সত্য, শিব ও সুন্দরের সাধনা — পূর্ণতার অভিমুখে অপূর্ব মানসত্রা। বাঙালি জাতি ও তার সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকে এই হৃদয়-প্রকর্ষের অভীক্ষায় পূর্ণতার সাধনায় হয়েছে মগ্ন-শিক্ষাদীক্ষায়, ধর্মকর্মে, নৃত্যে-সংগীতে, শিল্পে-সাহিত্যে, পালাপার্বণ-উৎসবাদিতে তার হৃদয়ের সব কয়টি দ্বার দিয়েছে খুলে। এভাবে বৃহত্তর জীবনচর্যাকে ঘিরে বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনের সূচনা, বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে।

আধুনিক যুগের শুরুতে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে একদিকে যেমন বাংলার প্রচলিত সংস্কৃতির সঙ্গে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে, অপরদিকে তেমনি সমন্বয়ের আকাঙ্ক্ষাও দেখা যায়, এই সমন্বয়ী অভীপ্সার পথিকৃত ছিলেন যুগপ্রবর্তক রামমোহন রায়। তিনি দেখেছিলেন প্রাচ্য-পাশ্চাত্যধারার সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতার অবসান হয়ে নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুক্তিবাদী ও মানবতাধর্মী জীবনাচরণের সূচনা সম্ভবপর হবে। রামমোহন আধুনিক যুগের শুধু প্রবর্তক নন, প্রথম পর্বের অবিসংবাদিত প্রতিভূ। দ্বিতীয় পর্ব ইয়ং বেঙ্গল তথা বাবু সম্প্রদায়ের উদ্ভব। পাশ্চাত্য ভাবধারার বিকৃত দিকের অন্ধ অনুকরণের প্রবল প্রয়াস থেকে এই বিকৃত যুবমানসের জন্ম। শরৎচন্দ্রের 'নতুনদা' এদেরই একজন। ঋষি বঙ্কিমের লেখনীতে 'বাবু' সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের স্বভাবচরিত্রের হাস্যরসাশ্রিত বর্ণনা বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তৃতীয় পর্ব – এদেশীয় ও বিদেশীয় সংস্কৃতির সুষ্ঠু সমন্বয়। এই পর্বে সাহিত্য, শিল্প, ধর্মকর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবিধ ক্ষেত্রে বহু মনীষীর আবির্ভাব হয়েছে। এসেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধু-বঙ্কিম-হেম-নবীন-রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ পরমহংস-বিবেকানন্দ, আচার্য জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, আরও কত স্মরণীয়-বরণীয় কৃতী বাঙালি সন্তান, যাঁদের সমবেত অবদানে উনবিংশ শতাব্দী হয়েছে। বাঙালির ইতিহাসের সুবর্ণযুগ।

সূচীপত্র

১.	স্বাধীনতা-উত্তর শিক্ষাব্যবস্থা : বাংলা প্রবন্ধে তার প্রতিফলন	:	ড. বিন্দু লাহিড়ী	১১
২.	ভাদুগান : উৎস ও বিবর্তন	:	ড. অমিত মণ্ডল	২৮
৩.	বাঙালির বিজ্ঞানচেতনা : আদি থেকে উত্তরণের পথে	:	অনিন্দিতা গাইন	৩৪
৪.	টেরাকোটার গ্রাম আঁটপুর ও দ্বারহাট্টা	:	অরিন্দম গায়েন	৩৯
৫.	শঙ্খ শিল্পের ইতিকথা	:	ড. অসীম কুমার হালদার	৫০
৬.	বাংলার আলপনা : শিল্পের মুক্তি ও নারীমনের অন্দর মহল	:	ড. বিশ্বজিৎ হালদার	৫৯
৭.	ভারতীয় ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার রামপ্রসাদ সেন	:	বুদ্ধদেব সাহা	৭১
৮.	হারিয়ে যাওয়া লোকসংস্কৃতি : লোকসংস্কৃতির অতলে লোকগীতি	:	চৈতালি পাল কর	৭৯
৯.	অবলুপ্তির পথে কিছু লোকগান	:	ড. দেবব্রত মন্ডল	৮৭
১০.	অর্থনৈতিক চালচিত্রে বীরভূম জেলা : উনিশ শতকীয় পর্যালোচনা	:	গোপীনাথ সরকার	৯৬
১১.	ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে উত্তরবঙ্গের বাঙালি নারী সমাজের অবদান	:	কালীকৃষ্ণ সূত্রধর	১০৩
১২.	ঊনবিংশ শতাব্দীর পরবর্তী সময়ে বাংলার নমঃশূদ্র সমাজের দুরাবস্থা ও মুক্তির দিশারী হরি-গুরুচাঁদ ঠাকুর এবং মতুয়া ধর্ম ও দর্শন	:	কৃষ্ণেন্দু সিকদার	১১৩
১৩.	পশ্চিমবঙ্গের শোলাশিল্প : বিশ্বায়ন ও বিবর্তন	:	কুন্দন ঘোষ	১২৫
১৪.	হিন্দুবিবাহ ও বিয়ের ছড়া : সেকাল ও একাল	:	মানিক ঘোষ	১৩৩
১৫.	শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মভাবনা	:	মানু বধূক	১৪১
১৬.	লোকগান রচয়িতা বীরভূমের রসুলার রহমান (মনি মিয়া)	:	মেহের সেখ	১৪৯
১৭.	আধুনিক ভারত বিভাগ স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বীরভূমের গ্রাম্য সমাজ	:	প্রশান্ত সাহা	১৫৭
১৮.	বাঙালি ব্যবসায়ী ও বিদ্যাসাগর : একটি প্রাসঙ্গিক আলোচনা	:	প্রিয়ব্রত রায়	১৬৭
১৯.	বাঙালির জনজীবনে বহির্বঙ্গ : প্রেক্ষিত বাংলা গল্প	:	রানা ভট্টাচার্য	১৭৬
২০.	সংকটময় বাঙালি : বাংলা ছবির প্রতিচ্ছবি	:	রুদ্রদেব মন্ডল	১৮৫
২১.	আলোলিকা মুখোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে অভিবাসী বাঙালির স্বপ্ন ও বাস্তব	:	রূপশ্রী ঘোষ	১৯২
২২.	চিত্রকরের বিশ্বভুবনখানি : প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ	:	ড. সঞ্চিতা বসু	২০০
২৩.	বিদ্যাসাগরের অনাবিল আনন্দ : প্রসঙ্গ কর্মাটাঁড়	:	ড. সংগ্রাম মাহাত	২১৩
২৪.	পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মাহিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত কৃষিভিত্তিক অনুষ্ঠানগুলি সম্পর্কে কিছু কথা	:	সর্বাণী মাইতি	২১৮
২৫.	মধ্যযুগের বাংলায় সুফি প্রভাব ও সত্যপীর : এক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ইতিহাস	:	সর্বাণী সোম	২২৫
২৬.	বাংলার ইতিহাস সাধনার ধারা : একটি প্রাসঙ্গিক আলোচনা	:	ড. সৌমেন মণ্ডল	২৩০
২৭.	বাঙালির লোকশিল্প : অবলুপ্তি নাকি নবরূপে প্রত্যাবর্তন	:	শুভশ্রী দাস	২৪২
২৮.	ভারত ছাড়ো আন্দোলনে মালদহ (১৯৪২-১৯৪৪)	:	সমিত সাহা	২৫০
২৯.	বিংশ শতকের বাঙালির চিত্রকলা ও ভাস্কর্য	:	সুব্রত আদক	২৬৫

	সাধনা			
৩০.	হাতিবাগানের 'থ্যাটার' : যেন এক স্বপ্নে-গড়া কাগজের নৌকা	:	সুদীপ পাঠক	২৭০
৩১.	বাংলা ও বাঙালি চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়	:	তমালকান্তি পাল	২৮০
৩২.	বাংলা কবিতায় হাংরি প্রজন্ম ও ফাল্গুনী রায়	:	অভিষেক ঘোষ	২৮৮
৩৩.	পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত সমাজ : স্বাধীনতা পরবর্তী অবস্থা	:	ড. অমিত দে	২৯৮
৩৪.	উৎসভূমির আলোকে জৈনধর্ম : দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ়ভূমি	:	জয়ন্ত মণ্ডল	৩২১
৩৫.	লৌকিকদেবী বসনবুড়ি : অস্তিত্বের সংকট	:	ড. জ্যোতির্ময় রায়	৩৩৩
	পরিশিষ্ট – ১ উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জি শিক্ষা-সমাজ-রাজনীতি সংক্রান্ত ঘটনাপঞ্জি : বিশ শতকের শেষার্ধ (১৯৫০-১৯৯৯)	:	নিত্যানন্দ খাঁ	৩৪৩
	পরিশিষ্ট – ২ শিক্ষা, সমাজ ও রাজনীতি চর্চা সংক্রান্ত পত্রপত্রিকার তালিকা : বিশ শতকের শেষার্ধ (১৯৫০-১৯৯৯)	:	নিত্যানন্দ খাঁ	৩৫৫
	লেখক পরিচিতি			

উৎসর্গ

বাংলা ও বাঙালি জাতির উদ্দেশে

লৌকিকদেবী বসনবুড়ি : অস্তিত্বের সংকট

ড. জ্যোতির্ময় রায়

লোকসমাজের বিবিধ লৌকিক দেব-দেবীর উৎপত্তির পিছনে মূলত রয়েছে আশা-আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছাপূরণ বাসনা। এমনকী ভয়-ভীতি, রোগ-যন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার আকুল প্রার্থনাও ক্রিয়াশীল থেকেছে বহু ক্ষেত্রেই। অখণ্ড বাংলার বিভিন্ন জেলায় প্রচলিত নানা ব্রত-পার্বণে তার অজস্র দৃষ্টান্ত আছে। বাংলার লোকসমাজে রোগমুক্তির জন্য বন-বেড়ুনো, ঠকঠকি, শীতলা, ওলাইচণ্ডী, আরোগ্য সপ্তমী, কালভৈরব প্রভৃতি লৌকিক দেব-দেবীর ব্রত, পূজা হয়ে থাকে। বর্তমান প্রবন্ধে বসন্ত রোগ থেকে মুক্তির জন্য পূজিত লৌকিকদেবী বসনবুড়ির প্রচলিত অঞ্চল, পূজাপদ্ধতি, বিশ্বাস-সংস্কার, ছড়ার মধ্যে সমাজবাস্তবতার ছবি, বর্তমানে তার অবস্থান ও গুরুত্ব আলোচিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের মূলত নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা ছাড়াও বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর প্রভৃতি জেলায় বসনবুড়ি পূজা প্রচলিত ছিল, এখনও কমবেশি টিকে আছে। নদিয়া জেলার করিমপুর-১, করিমপুর-২, তেহট্ট ব্লক এবং মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গি, ডোমকল, আমতলা, হরিহরপাড়া ব্লকে ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই প্রবন্ধ।

শীত শেষে আসে বসন্ত ঋতু। কুসুমের মাস। প্রকৃতি নানা ফুলে অপূর্ব বাহারে সেজে ওঠে। এই সময়েই দেখা দেয় বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব। নিজেকে ও পরিবারকে রোগ থেকে রক্ষা করতে কুমারী ও বিবাহিত নারীরা বসনবুড়ি বা বসন্তবুড়ির পূজা করেন। বসনবুড়ি নামেই বোঝা যায় ইনি দেবী, পাশাপাশি অনেক ক্ষেত্রে বসনবুড়ির সঙ্গে বসনরায়-এর পূজাও চলে একত্রে। বসনবুড়ি স্ত্রী আর বসনরায় তার স্বামী। নদিয়া, মুর্শিদাবাদ জেলায় মেলেনী ব্রতের সঙ্গে বসনবুড়ি পূজার অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এমনকী কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে বসনবুড়ির ছড়ার মধ্যে মা মেলেনীর ছড়াও এসেছে। মেলেনী ব্রত করার সম্পর্কে ড. শীলা বসাক তাঁর 'বাংলার ব্রতপার্বণ' গ্রন্থে জানিয়েছেন –

> "এই ব্রতের উদ্দেশ্য দাম্পত্য মিলন অর্থাৎ সুখী সংসার।.....মেলেনী যে শস্যদেবী তা তার নৈবেদ্য থেকে বোঝা যায়। তাই এই ব্রতটিকে উর্বরতাবাদের প্রতীক হিসাবে ধরা যায়।"১

বসনবুড়ি মূলত বসন্ত রোগমুক্তির দেবী। পূজাকারিণী নিজেকে ও পরিবারকে রক্ষা করতেই এই পূজা করেন। শুধুমাত্র বসন্ত রোগ নয়, ঘা, ফোঁড়া, পচ্ড়া প্রভৃতি থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এই পূজা করলে, এ বিশ্বাস পূজাকারিণীদের মধ্যে দৃঢ়। তবে ছড়ার মধ্যে নারীমনের দাম্পত্য জীবনের স্বপ্নছবি পরোক্ষভাবে পূজাকারিণীর মনের বাসনাকেই প্রকাশ করে।

মূলত কুমারী মেয়েরা মাঘ মাসের সংক্রান্তির দিন এই দেবীর পূজা শুরু করে। কেউ কেউ আবার ফাল্গুন মাসের ১৩ তারিখ বা 'তেইরি'-তে শুরু করে, চলে ফাল্গুন সংক্রান্তি পর্যন্ত। ছোটো ছোটো কুমারী মেয়েরা মাটি দিয়ে পাঁচ-ছয় ইঞ্চি উঁচু বসনবুড়ির মূর্তি গড়ে রৌদ্র শুকিয়ে নেয়। বাড়ির উঠোনের এক কোণে বা তুলসীতলায় ছোট্ট ঘর বানিয়ে মূর্তিটি স্থাপন করে। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় সকলে মূর্তির পাশে গোল হয়ে বসে পূজা করে, ছড়া বলে।

প্রতিদিন পুজো তাই প্রতিদিন ফুল সংগ্রহ। দুপুর থেকেই চলে ফুল সংগ্রহের কাজ। কম করে তেরো রকমের ফুল লাগবেই, বেশি হলে ক্ষতি নেই। আনন্দের সঙ্গে সাজি হাতে সকলে বন-জঙ্গলে ছড়া বলতে বলতে ফুল সংগ্রহ করতে যায় –

বসনবুড়ি মা আসো
ফুল তুলিতে যাব।
ফুলের মালা গলায় দিয়ে
নাচতে নাচতে যাব।

লোকসমাজের বিশ্বাস বসনবুড়ি বন-জঙ্গলের লতা-পাতায় থাকে। তাই বসন্তে ফোটা সব ফুলেই দেবীর পূজা করা চলে, যেমন শিমুল, কাঁটাগড়, গাব্লি, মাদার, ধুতুরা, কেলেকুড়া, কোল্কে, আকন্দ, চালভাজা, মুড়িভাজা, পায়ি, কাঞ্চন, ভাঁট, জবা, সাদা বেলে, আমের মুকুল, করবি, আমড়ার মুকুল প্রভৃতি।

বসনবুড়ির মাটির মূর্তিতে সোনাকুঁচ দিয়ে চোখের মণি করা হয়। সাদা কাপড় হলুদ দিয়ে রাঙিয়ে পরিয়ে দেওয়া হয়। শুদ্ধাচারে পূজাকারিণীরা যেমন পূজায় বসে তেমনই দেবীকেও প্রতিদিন নতুন কাপড় পরানো হয়। তার পূর্বে ঘর পরিষ্কার